মুমিনের
বিলাদন

বই	**মুমিনের বিনোদন**
লেখক	শাইখ মুহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ
ভাষান্তর	আবদুন নুর সিরাজি
সম্পাদনা	মুফতি তাহেরুজ্জামান
বানান সমন্বয়	মুহাম্মদ পাবলিকেশন সম্পাদনা পর্ষদ
প্রকাশক	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
প্রচ্ছদ	হাসেম আলী
অঙ্গসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

পরিমার্জিত সংস্করণ

মুমিনের বিলাদন

শাইখ মুহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

মুমিনের বিনোদন

শাইখ মুহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০২০

প্রকাশনায়

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স, দোকান নং # ১২২,
৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৩১৫-০৩৬৪০৩, ০১৬২৩-৩৩ ৪৩ ৪২

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

অনলাইনে অর্ডার ফরুন

ওয়েলরিচ বিডি.কম-এ

www.wellreachbd.com
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স, শপ নং # ১২২,
৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮১১-৫৭০ ৫৪০, ০১৬৩১-৩৪ ৫১ ৯১

বইমেলা পরিবেশক
বাংলার প্রকাশন

মূল্য : BD ৳ ২১৪, US $ 7, UK £ 4

MUMINER BINODON

Writer : Shaikh Muhammad Saleh Al-Munazzid
Translated by : Abdun nur Sirazi
Editor : Mufti Tarekuzzaman

Published by
Muhammad Publication
Gias Garden Book Complex, Shop # 122
37 Northbrook Hall Road, Banglabazar, Dhaka-1100
+88 01315-036403, 01623-334342
https://www.facebook.com/muhammadpublicationBD/
muhammadpublicationBD@gmail.com
www.muhammadpublication.com

ISBN : 978-984-34-7351-6

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

প্রকাশকের কথা

মানুষ মাত্রই বিনোদনপ্রিয়। স্বভাবে তার মিশে আছে আনন্দ ও উচ্ছল-প্রবণতা। সে হাসতে চায়, খেলতে চায়, নানা ব্যস্ততার মাঝেও সময় পেলে একটু বিনোদন করতে চায়। বিনোদনেরও রয়েছে নানা প্রকার, যথা- আত্মিক বা দৈহিক, ব্যক্তিগত বা দলগত, মেধাভিত্তিক বা শক্তিভিত্তিক। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে খেলা ও বিনোদনের বিভিন্ন পদ্ধতি। প্রযুক্তির কল্যাণে আবিষ্কার হচ্ছে প্রতিদিন আনন্দ-উচ্ছ্বাসের নিত্যনতুন রীতিনীতি। বিনোদন ও আনন্দের এতসব উপকরণ দেখলে স্বভাবতই একজন মানুষের মন উতলা হয়ে ওঠে। ক্ষণিকের তরে আনন্দ-উল্লাসে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। বিশেষত যখন সমাজের চারপাশে শিশু থেকে বৃদ্ধ অধিকাংশ লোকই এসব খেলা-বিনোদনে মত্ত, তখন স্বভাবতই রক্ত-মাংসের একজন মানুষ হিসেব নিজেরও সেসব বিনোদনে অংশগ্রহণ করতে মন চায়।

কিন্তু একজন মুমিন হিসেবে কি এ অবাধ বিনোদন আমার জন্য অনুমোদিত? একজন মুসলিম হিসেবে কি পাশ্চাত্যের আবিষ্কৃত এসব খেলার উপকরণ আমার জন্য বৈধ? আল্লাহর একজন নগণ্য দাস হিসেবে এটা আমাকে ভাবতেই হবে; বস্তুত এখানেই একজন মুমিন ও কাফিরের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় হয়ে যায়। কাফির দুনিয়ার কোনো কাজে কখনো কারও পরোয়া করে না। কিন্তু একজন মুমিনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই লক্ষ করতে হয়

যে, এ কাজে মহান রবের অনুমোদন আছে কিনা। আফসোস যে, আমাদের সমাজের নামসর্বস্ব অধিকাংশ মুসলিম এ ব্যাপারে শরয়ি অবস্থান না জেনেই জড়িয়ে পড়ছে পশ্চিমাদের পাতানো ফাঁদে, যা কখনো একজন প্রকৃত মুমিনের কাজ হতে পারে না। সে তো প্রথমে জেনে নেয়, এ ব্যাপারে শরয়ি দিকনির্দেশনা কী। অনুমোদন থাকলে তবেই সে অগ্রসর হয়; নয়তো সে থেমে যায়।

একজন মুমিনের জীবনে বিনোদন কীভাবে হতে পারে, প্রচলিত বিভিন্ন খেলা-বিনোদনের ক্ষেত্রে মূলনীতি কিংবা এ ব্যাপারে তার সীমারেখাই বা কতটুকু—ইত্যাকার বিষয়ে কি আমার জানার ভান্ডার সমৃদ্ধ? উত্তর যদি 'না' হয়ে থাকে, তাহলে চলুন দেখি, ইসলাম এ ব্যাপারে কী বলে...! কী বলে সে একজন মুমিনের বিনোদনের সীমারেখার ব্যাপারে...! জেনে নিই বইটি থেকে...

বইটি অনুবাদ করেছেন আবদুন নুর সিরাজি। তার ব্যাপারে কিছু আর বলতে চাই না। কারণ, ইতিমধ্যে মুহাম্মদ পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত তার অনূদিত বেশ কয়েকটি বইয়েই তিনি ব্যাপক সুনাম কুড়িয়েছেন।

এমন একটি তথ্যবহুল গুরুত্বপূর্ণ বই খুব শক্ত হাতে সম্পাদনার প্রয়োজন ছিল। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা এ প্রয়োজনটি যোগ্য ব্যক্তির হাতেই করিয়েছেন। বইটি সম্পাদনা করেছেন মুফতি তারেকুজ্জামান। মুহাম্মদ পাবলিকেশন পরিবার তার কাছে চিরঋণী। আল্লাহ তার হায়াত ও কাজে বরকত দান করুন।

আমরা বরাবরই প্রতিটি বই সুন্দর, নির্ভুল করতে চেষ্টায় কার্পণ্য করি না। কিন্তু এরপরও যদি কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যায়, তাহলে আশা করি আপনারা আমাদেরকে সংশোধনের মনোভাব নিয়ে অবগত করবেন।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলা বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাজায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
০১ ডিসেম্বর ২০১৯

সম্পাদকের কথা

ইসলামকে বলা হয় 'দ্বীনুল ফিতরাহ' বা স্বভাবজাত ধর্ম। মানবপ্রকৃতির যতগুলো উপকারী চাহিদা বা কামনা আছে, তার কোনোটিতেই ইসলাম বাধা দেয়নি। কেননা, এতে তার চলার স্বাভাবিক গতিতে বিঘ্ন সৃষ্টি হতো এবং তার ইসলামের বিধান মানার পথে বড় একটি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াত। উদাহরণত, মানুষের জৈবিক চাহিদা স্বভাবগত একটি বৈশিষ্ট্য। এখন যদি কেউ আইন করে এটাকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করে দেয়, তাহলে কেউই সাধারণত তা মেনে চলতে পারবে না; এমনকি অন্তর থেকে চাইলেও না। কেননা, তার স্বভাব ও চাহিদার মধ্যে এটা সেটআপ করে দেওয়া হয়েছে। আর এ জন্যই তো খ্রিষ্টান, ইহুদি ও বিভিন্ন ধর্মে যেসব পণ্ডিত বৈরাগ্য ও নারীসান্নিধ্য থেকে দূরে থাকার ব্রত করেছে, দেখা গেছে তাদের অধিকাংশই নানারকম অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়েছে; বরং ক্ষেত্রবিশেষে তো উপাসনালয়ে আগত অনেক নারীকে পর্যন্ত ধর্ষণ করেছে। এই বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের কারণ হলো, তারা মানবপ্রকৃতির বাস্তবতা না বুঝে আল্লাহর দেওয়া দ্বীনের মধ্যে বিকৃতি সাধন করেছিল। আর তাই আখিরাত ধ্বংসের পাশাপাশি তারা দুনিয়ার নীতি-নৈতিকতায়ও ধ্বংসের শিকার হয়েছে।

মানুষের আরেকটি স্বভাবজাত অভ্যাস হলো, সে একনিয়মে একনাগাড়ে কোনো কাজ করতে পারে না। কাজের মাঝে তাকে বিশ্রাম নিতে হয়, একটু বিনোদন করতে হয়, কখনোবা একটু খেলাধুলাও করতে হয়, এতে তার

ক্লান্তি ও একঘেয়েমিভাব দূর হয়ে কাজে নতুন করে স্পৃহা আসে এবং এভাবেই সে তার যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে। নীতিগতভাবেই ইসলাম এক্ষেত্রেও তার চিরাচরিত নিয়মের ব্যত্যয় ঘটায়নি। মুমিন নারী-পুরুষের নানা বিধিনিষেধ মেনে চলার আদেশের পাশাপাশি সীমার মধ্যে থেকে তাদের বৈধ বিনোদনেরও সুযোগ দিয়েছে। বিনোদনের নামে তাকে যেমন একেবারে মুক্ত ছেড়ে দেয়নি, তেমনই ইবাদতের নামে তাকে সকল বিনোদন ও আনন্দ উদযাপন থেকে দূরেও রাখেনি। তার উভয় প্রয়োজন ও চাহিদার মাঝে সমন্বয় করে তাকে দিয়েছে ভারসাম্যপূর্ণ নীতিমালা ও বিধান। এটার নামই ইসলাম, যা কখনো মানুষের বৈধ চাহিদার ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করেনি। আর এ কারণেই ইসলাম পৃথিবীর তাবৎ ধর্ম ও দর্শন থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা।

খেলাধুলার প্রচলন পূর্বেও ছিল, কিন্তু বর্তমান সময়ের মতো এতটা বাণিজ্যিক, পেশাকরণ ও জীবনের টার্গেট হিসেবে ছিল না। থাকলেও সেটা ছিল সীমিত পরিসরে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের আধুনিকায়নের ব্যাপারে অবগত প্রতিটি মানুষের জানা যে, খেলাধুলা এখন কেবল নিছক বিনোদন নয়; বরং এটা এখনকার তরুণ-তরুণীদের জীবনের অংশ ও অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সাথে জড়িয়ে আছে রথী-মহারথীদের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্যিক সম্পর্ক, আছে নানারকম রাজনৈতিক ব্যাপার। এর মাধ্যমে জনগণকে বোকা বানিয়ে নির্বিঘ্নে শাসনকার্য পরিচালনারও বিশাল সম্পর্ক রয়েছে। খেলার ধরনেও এসেছে আমূল পরিবর্তন। যৌনতানির্ভর ও নারী-পুরুষ একসাথে খেলার মাত্রাও দিনদিন বাড়ছে। বিশ্বের সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা এসব খেলাকে বানিয়ে দিয়েছে তাদের নেশা। মিডিয়ার আলোতে অশিক্ষিত, বর্বর ও চরিত্রহীনদের দেখানো হচ্ছে হিরো ও সমাজের আইডল হিসেবে। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিমদের খেলাধুলার ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং এ ব্যাপারে ইসলামের বিধান ও নীতিমালা জেনে সে অনুসারে আমল করা একান্ত জরুরি।

এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেই আরবের বিখ্যাত আলিম ও দাঈ শাইখ মুহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ ফাক্কাল্লাহু আসরাহু রচনা করেছেন 'সানাআতুত তারফিহ' ও 'নাজারাতুন ফিল কিসাসি ওয়ার রিওয়ায়াত' নামে মূল্যবান দুটি গ্রন্থ। অতিগুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ দুটি আরবি ভাষায় রচিত হওয়ায় সাধারণ বাংলাভাষী পাঠকের জন্য তা থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ ছিল না। বাঙালি পাঠকের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করেই 'মুহাম্মদ পাবলিকেশন' বইটি ভাষান্তর করার চিন্তা করে। দুটি বই আলাদা হলেও

বিষয়বস্তু এক হওয়ার পাশাপাশি উভয়টির লেখকও অভিন্ন হওয়ায় বই দুটিকে এক মলাটে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রারম্ভিকা ও প্রথম অধ্যায়ের অংশটুকু 'সানাআতুত তারফিহ' গ্রন্থের অনুবাদ আর দ্বিতীয় অধ্যায় ও পরিশিষ্টের অংশটুকু 'নাজারাতুন ফিল কিসাসি ওয়ার রিওয়ায়াত' গ্রন্থের অনুবাদ। পাঠকের সুবিধার্থে সূচিপত্র ও বইয়ের বিন্যাসে বই দুটিকে একসাথে করে দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বইটির লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন এবং এর দ্বারা বাঙালি মুসলিম জাতির বোধোদয় দান করে খেলার ক্ষতিকর সকল প্রভাব থেকে তাদের দূরে রাখুন।

—তারেকুজ্জামান (আফাল্লাহু আনহু)
২৪ নভেম্বর ২০১৯ খ্রি.

অনুবাদকের কথা

حامدا ومصليا ومسلما

হামদ ও সালাতের পর। অগণিত বৈচিত্র্যের আধার আল্লাহ তাআলার অন্যতম প্রধান সৃষ্টি হলো মানুষ। মানবসৃষ্টির পেছনে আল্লাহ তাআলার মূল অভিপ্রায় তার দাসত্ব। যেমন : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ .

'আমি জিন ও মানুষকে আমার দাসত্বের জন্যই সৃষ্টি করেছি।' [সুরা আজ-জারিয়াত : ৫৬]

আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মর্ম কী, কীভাবে সেগুলো আদায় করতে হবে, সে সম্পর্কে কুরআনে কারিমে অনেক আয়াত রয়েছে। আমি এখানে দুটি আয়াত উপস্থাপন করছি। একটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

وَمَا اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا .

'রাসুল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।' [সুরা আল-হাশর : ৭]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ .

'বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও তাহলে আমাকে অনুসরণ করো। এতে আল্লাহ তাআলাও তোমাদের ভালোবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেবেন।' [সুরা আলে ইমরান : ৩১]

আয়াত দুটি থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ইবাদত হলো রাসুলের আনীত বিধি-নিষেধ, আর সেগুলো আদায়ের পদ্ধতি হলো রাসুলের আনুগত্য। অতএব, সফল জীবন তো সেটিই, যেটি পরিচালিত হয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুকরণে।

যে আল্লাহ তাআলা মানুষকে নিজের ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তিনি এটা খুব ভালোভাবেই জানেন যে, আমার বান্দারা ইবাদত করতে করতে কখনো ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বে, আবার কখনও তাদের মাঝে একঘেয়েমি ও বিরক্তির ভাব সৃষ্টি হবে, যার কারণে তাদের মাঝে ইবাদতের প্রতি অনাসক্তি সৃষ্টি হবে। কারণ, তিনি মানুষকে সর্বোত্তম আকৃতি ও সুন্দর করে সৃষ্টি করলেও তাদের মাঝে রেখে দিয়েছেন দুর্বলতার কিছু উপাদান, যা মানুষের চলার গতিকে কখনো সখনো নিস্তেজ করে দেয়। যেমন : ইরশাদ হয়েছে—

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ.

'আমি মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছি।' [সুরা আত-তিন : ৪]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا .

'আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল করে।' [সুরা আন-নিসা : ২৮]

মানবজাতির এই দুর্বলতার দিকে লক্ষ করেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ.

'আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান।' [সুরা আন-নিসা : ২৮]

তো এই হালকাকরণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য অনেক উপায়-উপকরণ তৈরি করে রেখেছেন। ইরশাদ হয়েছে—

وَّ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا.

'আর তোমাদের নিদ্রাকে করেছি আমি ক্লান্তি দূরকারী।' [সূরা আন-নাবা : ৯]

হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে—

عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُخَالِطُنَا حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَقُولُ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ.

'আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে মিশতেন; এমনকি তিনি আমার ছোট ভাই উমাইরের সাথে (ঠাট্টা করে) বলতেন, উমাইর তোমার নুগাইর (একপ্রকারের পাখি) কোথায়!'[১]

কুরআন-সুন্নাহর উপরিউক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, প্রয়োজনে হাসি-ঠাট্টা-বিনোদনের প্রয়োজন রয়েছে, যার মধ্যে খেলাধুলা, কথাবার্তা ও পড়ালেখা সবকিছুই রয়েছে, তবে বাড়াবাড়ি কোনো ক্ষেত্রেই কাম্য নয়। যেমন : কুরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّ لْيَبْكُوْا كَثِيْرًا.

'অতএব, তারা যেন কম হাসে এবং বেশি কাঁদে।' [সূরা আত-তাওবা : ৮২]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

وَلَا تَعْتَدُوْا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.

'আর তোমরা বাড়াবাড়ি কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।' [সূরা আল-বাকারা : ১৯০]

জীবনে চলার পথে, সময়ের বাঁকে বাঁকে আমাদের প্রয়োজনীয় হাসি-ঠাট্টা ও বিনোদনের মাধ্যমগুলো যেন সীমা অতিক্রম না করে। আমরা যেন বল্গাহারা হয়ে না পড়ি। কীভাবে কোন পদ্ধতিতে বিনোদনের মাঝে অন্তরীণ

[১] *সুনানুত তিরমিজি:* ১৯১২

হলে তা সীমালঙ্ঘনের পর্যায়ে যাবে না; সে বিষয়ে আরববিশ্বের সুপ্রসিদ্ধ লেখক শাইখ মুহাম্মদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ কুরআন, সুন্নাহ, ইতিহাস ও যুক্তির আলোকে রচনা করেছেন *'সানা'আতুত তারফিহ'* ও *'নাজারাতুন ফিল কাসাসি ওয়ার রিওয়ায়াত'* তথা 'বিনোদনশিল্প' এবং 'গল্প ও উপন্যাসের দর্শন' নামে মূল্যবান দুটি গ্রন্থ।

মুসলিম উম্মাহর জন্য অতীব জরুরি এই গ্রন্থ দুটি আরবি ভাষায় রচিত হওয়ায় বাংলাভাষী সাধারণ মুসলিমদের জন্য গ্রন্থটি থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই বাংলাভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদ হওয়া ছিল সময়ের অন্যতম দাবি। সেই দাবিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য মুহাম্মাদ পাবলিকেশনের সম্মানিত স্বত্বাধিকারী মাওলানা আবদুল্লাহ খান গ্রন্থটির অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং দায়িত্বটি আমাকে অর্পণ করেন।

আমি অধম সকল শ্রেণির পাঠকের প্রতি লক্ষ রেখে সহজ ও সাবলীলভাবে গ্রন্থটির অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। চেষ্টা করেছি সাধ্যের মধ্যে নির্ভুলভাবে কাজ করার। তবুও প্রমাদ থেকে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। অতএব, যদি কারও চোখে কোনো ধরনের ভুলত্রুটি ধরা পড়ে, তাহলে আমাদের অবগত করলে আগামী সংস্করণে শোধরে নেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা বইটি লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশক ও পাঠকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের ইহ ও পরলৌকিক সফলতার অসিলা হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

—আবদুন নুর সিরাজি
শিক্ষক, ফুলবাড়ি মাদরাসা, বগুড়া

লেখকের কথা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين.

একসময় বিনোদন মানবজীবনের জন্য উপকারী বিষয় হলেও অপরিহার্য কোনো বিষয় ছিল না; তখন বিনোদনকে মানবজীবনের অবশ্য করণীয় এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করা হতো না; কিন্তু বর্তমানে বিনোদন নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে মানবজীবনের অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে। ফলে সেখান থেকে দূরে থাকার আর কোনো অবকাশ নেই। সঙ্গত কারণেই প্রায় প্রতিটি মহলে বিনোদনের জন্য নিয়মতান্ত্রিক রুটিন তৈরি করা হচ্ছে এবং এ জন্য সময়ও নির্ধারণ করা হচ্ছে; এমনকি বিনোদনের জন্য ইসলামি শরিয়তের আলোকে ভারসাম্যপূর্ণ যেই সীমারেখা ছিল, সেই সীমাকে লঙ্ঘন করে বিনোদন একটি ভিন্নরূপ ধারণ করেছে! যার অন্যতম প্রধান কারণ হলো, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যমান অবসরের অনুভূতি।

এই গ্রন্থে বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, আমাদের পূর্বসূরিদের মাঝে বিনোদনের সীমারেখা কী ছিল, আর আমাদের মাঝে তা কোন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে; সাথে সাথে ইসলামের আলোকে হৃদয়গ্রাহী শব্দে বিনোদনের পরিধি এবং বৈধ রূপরেখাও তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিনোদনকে কেন্দ্র করে কয়েকটি মাসআলাও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

আল্লাহর তাআলার দরবারে মিনতি করছি, তিনি যেন পৃথিবীর সবখানে মুসলিম উম্মাহর অবস্থা পরিশুদ্ধ এবং উন্নত করে দেন। আমিন।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

—মুহাম্মদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

সূচিপত্র

প্রাককথন ১৯
অবসর ২১
অবসরের অপকারিতা ২১
দুঃখজনক একটি পরিসংখ্যান ২১
মুসলিমজীবনে অবসরসময় আছে কি? ২২
মুসলিমজীবনে নিয়তের প্রতিক্রিয়া ২৫
অবসর সময় কীভাবে কাটাবেন? ২৭
বিনোদনের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা ২৯

প্রথম অধ্যায়

বিনোদনের শরয়ি দৃষ্টিভঙ্গি ৩১
ইসলামি শরিয়তে বিনোদন ৩৩
নববি যুগের বিনোদন পরিক্রমা ৩৬
বিনোদনের প্রকারভেদ ৪৩
হালজামানায় বিনোদনের অবস্থা ৪৪
পাশ্চাত্যে অধিকমাত্রায় নোংরা বিনোদনের কারণ ৪৬
মুসলিম জনপদে বিনোদন ৪৯
মুসলিম সমাজের অশ্লীলতায় ডুবে যাওয়ার কারণ ৪৯
১. অনুকরণপ্রিয়তা ৪৯
২. মুসলিমদের সম্পদগুলো বিনষ্ট করা ৫১
৩. চারিত্রিক অবকাঠামোর দুর্বলতা বৃদ্ধি করা ৫১
৪. খেলাধুলার মাধ্যমে মুক্তি ও দায়িত্বশীলতার বিশ্বাস চুরমার করা ৫১
বিনোদনের মূলনীতি ৫২

১. বিনোদনের মাঝে শিরক ও জাদু থাকবে না ৫২
২. গাইরুল্লাহর সাথে সম্পৃক্ততা তৈরি করবে না ৫৩
৩. হারাম কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে ৫৩
৪. নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ না ঘটা ৫৩
৫. পর্দায় থাকা, উলঙ্গপনা পরিহার করা ৫৪
৬. বিনোদন যেন মুসলিমকে কাফিররাষ্ট্রে যেতে বাধ্য না করে ৫৪
৭. আল্লাহর জিকির ও তার বিধি-নিষেধ থেকে গাফিল না হওয়া ৫৫
৮. প্রয়োজন পরিমাণ বিনোদনের প্রতি লক্ষ রাখা ৫৫
৯. সময়ের হিফাজত ৫৫
১০. বিনোদনমূলক কাজে ব্যয় সংকোচন করা ৫৬
১১. অন্যকে কষ্ট না দেওয়া ৫৬
বিকল্প বিনোদন কি শরিয়তের অভিপ্রায়? ৫৭
বিকল্প বিনোদনের উৎস ৫৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিনোদনের বিবিধ মাসাইল ৬৩
নারীদের বিনোদন ৬৫
বিনোদনের উদ্দেশ্যে নারীদের বাইরে গমন ৬৫
বাদ্যযন্ত্র আছে, এমন স্থানে খেলাধুলা ও ব্যায়াম করা ৬৭
দাবা খেলার বিধান ৬৯
বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ খেলার অনুশীলন ৭৩
ঝুঁকিপূর্ণ খেলার ব্যাপারে আলিমদের অভিমত ৭৩
জায়িজ হওয়ার শর্তসমূহ ৭৪
চিড়িয়াখানা ভ্রমণ ৭৫
টেলিভিশনে ফুটবল ম্যাচ দেখা ৭৬
কাল্পনিক উপন্যাস পড়া ৭৭
শরিয়তের দৃষ্টিকোণে গল্প শুধু গল্পই নয় ৭৯
কুরআনে এক ঘটনা একাধিকবার কেন বলা হয়েছে? ৮০
প্রথম ঘটনা ৮২
দ্বিতীয় ঘটনা ৮২
তৃতীয় ঘটনা ৮৩
মুসলিম জনপদে গল্প ও উপন্যাসের আবির্ভাব ৮৩
বহিরাগত অনূদিত উপন্যাসের ব্যাপারে সতর্কবাণী ৮৫
গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে নাস্তিকতার সূচনা ৮৭

উপন্যাসের মাঝে নতুন সমীকরণ ৮৭
পাশ্চাত্য দর্শনে আধুনিক গল্পকার হওয়ার উপায় ৮৮
আভ্যন্তরীণ ফিতনার বহিরাগত সমর্থন ৮৯
অপরাধের কিছু হালাল বাহানা ৯১
চিন্তা ও মতের স্বাধীনতা ৯৪
আকিদা ও চরিত্রে আঘাত ৯৪
তাওহিদের তিরস্কার ও নাস্তিকতার আবিষ্কার ৯৪
উত্তম চরিত্রে কালিমা লেপন ও নোংরা চরিত্রের আলোকায়ন ১০৩
বড় বিস্ময়কর কথা! ১০৭
গল্প ও উপন্যাসের নেতিবাচক প্রভাব ১০৮
প্রথম ক্ষতি ১০৮
দ্বিতীয় ক্ষতি ১০৯
তৃতীয় ক্ষতি ১০৯
চতুর্থ ক্ষতি ১১০
পঞ্চম ক্ষতি ১১০
ইনসাফপূর্ণ অবস্থান ১১১
খ্যাতি অর্জনের পদ্ধতি ১১১
আমাদের ও তাদের কর্মপদ্ধতি ১১২
প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ইসলামি উপন্যাসের ভূমিকা ১১৪
গল্পচ্ছলে ইসলামের দাওয়াত ১১৪
ইসলামি গল্প ও উপন্যাসের জন্য জরুরি বিষয় ১১৫
মানুষ গল্প ও উপন্যাস কেন পড়ে? ১২০
উপন্যাসের প্রকারভেদ ১২৩
গোয়েন্দা উপন্যাস ১২৩
গোয়েন্দা উপন্যাসের ক্ষতিকর দিকগুলো ১২৫
১. অপরাধীদের চিন্তাগত সহযোগিতা ১২৫
২. অপরাধমূলক কাজের চিত্রায়ণ ১২৬
৩. কিছু অপরাধীকে সম্মাননা দেওয়া হয় ১২৬
অ্যাকশনধর্মী উপন্যাস ১২৬
অ্যাকশনধর্মী উপন্যাসের ক্ষতিকর দিকসমূহ ১২৯
১. বহির্গামীদের হৃদয়ে ভয় ও খটকা সৃষ্টি ১২৯
২. উপন্যাসের নায়কের অনুকরণের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি ১২৯
৩. দৈহিক শক্তির উত্তাপ সৃষ্টি ১৩০
সায়েন্স ফিকশন উপন্যাস ১৩০

১. মহাশুন্যীয় সৃষ্টির অস্তিত্ব ১৩১
২. সময়কে অতিক্রম করা ১৩২
ভীতিকর গল্প-উপন্যাস ১৩৩
অলীক উপন্যাস ১৩৪
আরও কিছু গর্হিত বিষয় ১৩৬
বিপজ্জনক পদস্খলন ১৩৭
পরিশিষ্ট ১৩৯
গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ১৩৯
বই নির্বাচন করার সময় ১৩৯
উপন্যাস পাঠ করার সময় ১৪০
সাধারণ উম্মাহ্‌র জন্য নির্দেশনা ১৪০

প্রাককথন

অবসর

অবসরের অপকারিতা

পশ্চিমারা অবসর ও অকর্মণ্যতার অপকারিতার ব্যাপারে খুব দ্রুতই সতর্ক হয়ে নিজেদের সামলে নিয়েছে। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তারা নতুন এক শিক্ষা আবিষ্কার করে; নাম দেয় 'রিটারমেন্ট নলেজ' বা অবসরের জ্ঞান। এটা সামগ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি শাখা। জ্ঞানের এই শাখাটি বিনোদন ও অবসরের মর্ম ব্যাখ্যা করে। পাশ্চাত্যের লোকজনের মাঝে অহেতুক কাজ এবং বিনোদনমূলক কাজের আকার-প্রকার নির্ধারণ ও প্রণয়ন করে, যার নির্দেশনায় প্রতিটি ব্যক্তির মাঝে সৃজনশীল শক্তি বৃদ্ধি করা এবং সমাজের মধ্যে সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে কাজ করা হয়।

কিন্তু তাদের হাতে রোপণকৃত জ্ঞানের এই বৃক্ষ সত্য-মিথ্যার মিশ্রণে সৃষ্ট, যার মধ্যে কিছু বিষয় আছে এমন, যেগুলো গ্রহণ করার উপযুক্ত এবং এগুলোর ওপর নির্ভর করা যায়। আর কিছু বিষয় আছে পরিত্যাজ্য; কোনো অবস্থাতেই যেগুলো গ্রহণ করা যায় না।

এই দ্বিমুখী ও সাংঘর্ষিক সমস্যার সমাধানে সারাবিশ্বের সকল স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষকে উপলক্ষ্য করে আধুনিক বিশ্বের গবেষকরা একটি শিক্ষাপদ্ধতি দাঁড় করিয়েছেন, যার ওপর ভিত্তি করে তারা এই বিষয়ে গোপন একটি সমাধানে পৌঁছেছেন।

দুঃখজনক একটি পরিসংখ্যান

মানুষের অবসর সময় ও ব্যস্ত সময়ের গতি ও পরিমাণ বেশকম হওয়াকে কেন্দ্র করে ১৩০ বছরের দীর্ঘ সময়ের ওপর গবেষণা করে ১৯৫০ সালের শেষদিকে তুলনামূলক একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, ১৮৭৫ সালে সাধারণত মানুষের কর্মবিমুখ অবসর সময় ছিল ৮-৭%, আর কর্মমুখর সময় ছিল ২৬%। ১৯৫০

সালে এসে মানুষের কর্মবিমুখ অবসরের সময় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০%-এ, আর কর্মমুখর সময়ের অবনতি হয়ে তা এসে পৌঁছেছে ১৫%-এ। ২০০০ সালে মানবজীবনের কর্মবিমুখ অবসর সময়ের গতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭%-এ, পক্ষান্তরে কর্মমুখর সময়ের গতি পৌঁছেছে আনুমানিক ৮%-এ। এভাবে মানুষের কর্মবিমুখ হয়ে অবসর থাকার প্রবণতা ক্রমবর্ধমান, আর কর্মমুখর হয়ে ব্যস্ত থাকার প্রবণতা ক্রমহ্রাসমান।

অন্য একটি পরিসংখ্যান পরিচালনা করা হয়েছিল আরববিশ্বের চারটি দেশের ওপর। যার মধ্যে ছিল আরব-আমিরাত, তিউনিসিয়া, সুদান ও মৌরতানিয়া। এই পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে যে, ছাত্রদের শিক্ষানবিশকালীন অবসর মুহূর্ত থাকে ৩-৪%, আর ছুটিকালীন অবসর মুহূর্ত থাকে ৯%।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান চালানো হয়েছিল নারী-পুরুষের ওপর, যাতে বেরিয়ে এসেছে যে, কর্মনবিশকালীন আমাদের শহরে পুরুষদের প্রাত্যহিক কর্মবিমুখ অবসর সময় কাটে চার ঘণ্টা, আর নারীদের কর্মবিমুখ সময় কাটে প্রাত্যহিক প্রায় তিন ঘণ্টা। পক্ষান্তরে ছুটির দিনগুলোতে পুরুষদের কর্মবিমুখ সময় কাটে পাঁচ থেকে আট ঘণ্টার মাঝামাঝি, আর নারীদের কর্মবিমুখ অবসর সময় কাটে পাঁচ থেকে দশ ঘণ্টার মাঝামাঝি।

মুসলিমজীবনে অবসর সময় আছে কি?

বর্তমানে মানুষ অবসরের অর্থ বলতে যা বোঝায় তা হলো, মানুষ যখন কোনো কাজে ব্যস্ত না থাকবে বা কোনো দায়িত্ব পালন না করবে। যদি অবসরের এই অর্থই গ্রহণ করা হয়, তাহলে মুসলিমজীবনে অবসরের কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না, যার প্রতি তারা যত্নবান হতে পারে। কারণ, একজন মুসলিমের জীবনে কর্মহীন একটি মুহূর্তও অতিক্রান্ত হতে পারে না, যখন সে কোনো দায়িত্ব পালন করবে না। কারণ, তার দায়িত্বে যদি দ্বীনি ওয়াজিব কোনো বিষয় না থাকে, তাহলে দুনিয়াবি কোনো ওয়াজিব দায়িত্ব অবশ্যই থাকবে। যদি এই দুটির কোনোটিই না থাকে, তাহলে একজন মুসলিমের জীবনে সুন্নাতি কাজের তো কোনো সীমারেখা নেই; সেগুলো সে আদায় করবে। যার শুরু হতে পারে 'কিয়ামুল লাইল' তথা তাহাজ্জুদ সালাতের[১] মাধ্যমে এবং শেষ হতে পারে আকাশ-জমিন সৃষ্টির মাঝে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করার মাধ্যমে।

যদি কোনো মুসলমান শরিয়তে বর্ণিত সমস্ত সুন্নাত তার জীবনে প্রতিফলিত করতে চায়, তাহলে এর আধিক্যের কারণে এই ইচ্ছার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। অতএব, মুসলিমজীবনে অবসর সময় কোথায়?!

---

[১] উল্লেখ্য, তাহাজ্জুদের সালাত সুন্নাত নয়; বরং নফলের অন্তর্ভুক্ত। তবে নফল আমল যেহেতু সুন্নাত তথা হাদিস দ্বারাই প্রমাণিত হয়ে থাকে, তাই রূপক অর্থে নফলকে কখনো সুন্নাত বলে অভিহিত করা হয়।—সম্পাদক

বর্তমান যুগে মানুষের মাঝে কর্মবিমুখ থাকার যে প্রবণতা আশঙ্কাজনকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার মূল কারণ রুহানি-শূন্যতা। মুহাম্মাদি শরিয়ত থেকে দূরে থাকার কারণে যার সৃষ্টি। যাকে আত্মিক, জ্ঞানগত এবং প্রবৃত্তিগত অকর্মণ্যতা বলা যেতে পারে। কেননা, মানুষ সময়কে অর্থহীন করার পূর্বে আত্মিক, জ্ঞানগত এবং প্রবৃত্তিগতভাবে নিজেই অকর্মণ্য হয়ে পড়ে।

একজন মুসলিম তো সর্বদা মনেপ্রাণে এই প্রত্যাশা লালন করবে এবং প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে যে, তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যেন আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় হয়। যেমন : আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমে ইরশাদ করেছেন—

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ.

> আমি জিন ও মানুষ জাতিকে আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি। [সুরা আজ-জারিয়াত : ৫৬]

তো এই ইবাদত তার ব্যাপক ও পরিব্যাপ্তকারী অর্থে প্রত্যেক সেই বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আমলকে পরিব্যাপ্ত করবে, যেগুলো আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন।

সুতরাং একজন মুসলিমের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় হবে এক ইবাদত থেকে আরেক ইবাদতের দিকে এবং এক নেককাজ থেকে আরেক নেককাজের দিকে প্রত্যাবর্তন করার কাজে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

> যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহর জিকির করে এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করে। তারপর বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি এগুলো বৃথা সৃষ্টি করোনি। তুমি পবিত্র। অতএব, আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো। [সুরা আলে ইমরান : ১৯১]

কাতাদা রহ. বলেন, 'হে আদমসন্তান, এসব তোমার অবস্থা। অর্থাৎ তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহর জিকির করো। যদি দাঁড়িয়ে না পারো, তাহলে বসে বসে আল্লাহর জিকির করো। যদি বসে না পারো, তাহলে শুয়ে শুয়ে আল্লাহর জিকির করো। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সহজিকরণ এবং সুবিধাপ্রদান।'[২]

---

[২] তাফসিরু ইবনি জারির তাবারি : ৩/৫৫০

মুমিনের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর আনুগত্য এবং তার তাকওয়ার মাধ্যমে সজ্জিত করতে হবে। কুরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَ نُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ .

বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন এবং আমার মরণ সমগ্র জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি এ বিষয়েই আদিষ্ট হয়েছি এবং সর্বপ্রথম মুসলিম-এগুলোকে মান্যকারী। [সুরা আল-আনআম : ১৬২-১৬৩]

এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা সরাসরি তার নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ প্রদান করে বলেছেন—

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، وَ إِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ .

যখন তুমি অবসর হও তখন আত্মনিয়োগ করো এবং তোমার প্রতিপালকের দিকে মনোনিবেশ করো। [সুরা আল-ইনশিরাহ : ৭-৮]

তো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কাজ থেকে অবসর হবেন এবং কোন কাজে আত্মনিয়োগ করবেন?

ইমাম ইবনু কাসির রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহর যা বুঝাতে চেয়েছেন তা পরিষ্কার করে দিয়ে বলেছেন, 'যখন তুমি পার্থিব কাজ থেকে অবসর হবে, তার ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হবে এবং তার সাথে সম্পর্ক কর্তিত হবে, তখন আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হবে এবং হৃদয়কে জাগতিক জঞ্জাল থেকে মুক্ত করে আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট করবে।'[৩]

সারকথা হলো, ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় অবসর বলা হয় কেবল দুনিয়াবি কাজ শেষ করাকে, একেবারে কর্মহীন হয়ে বসে থাকাকে নয়; যেমন বর্তমান যুগে মানুষ মনে করে থাকে।

একজন মুসলিমের জন্য অপরিহার্য হলো, সে প্রতিটি কাজে সর্বাবস্থায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুগামী হবে। অতএব, যখন তার নিয়মতান্ত্রিক কাজ বা শিক্ষাকার্যক্রম থেকে অবসর হবে, তখন নিজেকে ইলম অন্বেষণের কাজে নিজেকে ব্যাপৃত করবে। যখন ইলম অন্বেষণের কাজ থেকে অবসর হবে, তখন সালাতে

[৩] তাফসির ইবনি কাসির : ৪/৬৭৭

আত্মনিয়োগ করবে। যখন সালাত থেকে অবসর হবে, তখন দুআয় মশগুল হবে। এভাবে এককাজ থেকে অবসর হয়ে অন্যকাজে ব্রত হবে। ঠিক যেভাবে আল্লাহ তাআলা তার নবিকে দুনিয়াবি কাজ থেকে অবসর হয়ে আখিরাতের কাজে আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

অতএব, প্রতিটি মুসলিমের জন্য করণীয় হলো, আল্লাহ তাআলার এই নির্দেশকে মেনে চলবে এবং তার নবির পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। প্রকৃত মুসলিমের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হলো, অলসতার সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। পার্থিব সুখ-শান্তি এবং চাওয়া-পাওয়া আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে অন্তরায় হবে না। বরং সে প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর আনুগত্যের পথে প্রয়াস চালিয়ে যাবে। তার জীবনের প্রতিটি ক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যয় করবে। সে এক ইবাদত থেকে আরেক ইবাদতের দিকে রূপান্তরিত হতে থাকবে। মৌখিক ইবাদত থেকে শারীরিক ইবাদতের দিকে এবং শারীরিক ইবাদত থেকে চিন্তা-ফিকিরের ইবাদতের দিকে পরিবর্তন হতে থাকবে।

কুরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ .

> এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করবে। [সুরা আলে ইমরান : ১৯১]

মুসলিমজীবনে নিয়তের প্রতিক্রিয়া

এটা কখনও ইসলামের অভিপ্রায় নয় যে, মানুষ তার গোটা জীবন রুকু-সিজদায় কাটিয়ে দেবে এবং পুরো সময় কেবল এ উদ্দেশ্যেই ব্যয় করবে। বরং মানবজীবনে উদ্দেশ্যের বিশাল-বিস্তৃত এক ভান্ডার রয়েছে; পূর্ণাঙ্গ ইসলামি শরিয়ত আমাদের জন্য যা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছে। যে ব্যক্তি সেগুলো উদঘাটন করবে এবং তা থেকে উপকৃত হবে, সে মহাকল্যাণ লাভ করতে পারবে এবং অফুরন্ত নিয়ামতে ধন্য হতে পারবে।

তো সেই বিশাল ভান্ডারের নাম হলো 'নেক নিয়ত' বা ভালো কাজের সংকল্প। 'নিয়ত' বলা হয় এমন সুদৃঢ় সংকল্পকে, যা মানুষের সাধারণ অভ্যাসকে ইবাদতে রূপান্তরিত করার প্রবল ক্ষমতা রাখে, যার বদৌলতে মানুষ তার প্রাত্যহিক পার্থিব জরুরি কাজের মাধ্যমেও আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করতে পারে। পার্থিব উপকার অর্জনের সাথে সাথে অপার্থিব-পারলৌকিক প্রতিদানও লুফে নিতে পারে খুব সহজে।

সুতরাং যদি কোনো মানুষ তার সার্বক্ষণিক সাধারণ কাজের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিয়ত করে এবং মুসলিম সমাজকে এই মানসিকতার ওপর শক্তিশালীরূপে

প্রতিষ্ঠা করার নিয়তে কাজ করে যায়, তাহলে এই নিয়ত তার উভয়কালীন কল্যাণের মাধ্যম হবে।

ঠিক তেমনিভাবে মানুষ যদি তার আহার-নিদ্রার প্রাক্কালে এই নিয়ত করে যে, এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করার শক্তি অর্জন করবে, তাহলে এই আহার-নিদ্রাও তার মিজানের পাল্লায় নেকির সাথে যোগ হবে।

একবার মুআজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করে 'কিয়ামুল লাইল' তথা তাহাজ্জুদের সালাত নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তখন মুআজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—

أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي .

> তবে আমি ঘুমাই এবং কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদ) আদায় করি। কিন্তু আমার ঘুমকেও ঠিক তেমনিভাবে ইবাদত মনে করি, যেমনিভাবে আমার সালাতকে ইবাদত মনে করি।[৪]

হাফিজুল হাদিস ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেছেন, 'এই হাদিসের মর্ম হলো, প্রশান্ত থাকা অবস্থায়ও এমনভাবে সওয়াব অন্বেষণ করবে, ঠিক যেভাবে ক্লান্ত থাকা অবস্থায় সওয়াব কামনা করে থাকো। কেননা, ক্লান্তি দূরকারী প্রশান্তির মাধ্যমে যখন ইবাদতের শক্তি সঞ্চয় করতে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া হয়, তখনো সওয়াব পাওয়া যায়।'[৫]

এখানেই শেষ নয়; বরং একজন স্বামী তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার মাধ্যমেও সওয়াব অর্জন করতে পারে। মুসলিম শরিফের একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا .

> তোমাদের স্ত্রীদের লজ্জাস্থানের মাঝেও সাদাকা রয়েছে। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের কেউ নিজের জৈবিক চাহিদা পূরণ করলেও কি সওয়াব পাবে? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

[৪] *সহিহুল বুখারি* : ১৩/২৪১, হাদিস : ৬৯৯৮, *সহিহু মুসলিম* : ৯/৩৪৫, হাদিস : ৩৪০৩
[৫] *ফাতহুল বারি শরহুল বুখারি* : ৮/৬২

(পাল্টা জিজ্ঞেস করে) জবাব দিলেন, হারামভাবে জৈবিক চাহিদা পূরণ করলে কি গুনাহ হবে না? ঠিক তেমনিভাবে যখন কেউ হালালভাবে জৈবিক চাহিদা পূরণ করবে, তখন সে সওয়াব লাভ করবে।[৬]

ইমাম নববি রহ. এই হাদিসে সংযুক্তি করে বলেছেন, 'এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সত্যিকারের নিয়ত দ্বারা জায়িজ কাজ ইবাদতে রূপান্তরিত হয়। অতএব, স্ত্রী সঙ্গমের মাধ্যমে যখন স্ত্রীর অধিকার আদায় করার নিয়ত করা হবে, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তার সাথে সদাচরণ করা হবে, নেকসন্তান প্রত্যাশা করা হবে, নিজেকে অবৈধ কাজ থেকে পবিত্র রাখা উদ্দেশ্য হবে, স্ত্রীকে অবৈধ সম্পর্ক থেকে মুক্ত রাখা মাকসাদ হবে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দৃষ্টি কুপাত্রে পতিত হওয়া থেকে হিফাজত করার সংকল্প থাকবে, এমনিভাবে খারাপ কল্পনা এবং অপাত্রের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া থেকে বিরত থাকা উদ্দেশ্য হবে, কিংবা এমন অন্য কোনো মহৎ উদ্দেশ্য ও নিয়ত থাকবে, তখন এর মাধ্যমে অবশ্যই সওয়াব পাওয়া যাবে।' [৭]

এবার খুব মনোযোগসহ ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.-এর কথাগুলো শুনুন!

তিনি এই হাদিসের ব্যাখ্যা করে বলেছেন, 'সর্বদা আল্লাহর অভিপ্রায় মোতাবেক চলে তার আনুগত্যে ব্যাপৃত থেকে সময়কে বিনির্মাণ করা, আল্লাহর ইবাদতে সহযোগিতা হয় এমন কাজে আত্মনিয়োগ করে সময়কে অলংকৃত করা; যেমন : পানাহার করা, বিবাহ-শাদি করা, নিদ্রা যাওয়া, বিশ্রাম গ্রহণ করা ইত্যাদি। তো এগুলোকে যখন এমন কাজের শক্তি সঞ্চয়কারী হিসেবে গ্রহণ করা হবে, যেগুলো আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন, অথবা যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকায় সাহায্য পাওয়া যায়, সেগুলোর মাধ্যমে সময়কে সাজানো, যদিও তাতে পরিপূর্ণ স্বাদ উপভোগ হয়, তবুও এগুলোর মাধ্যমে সওয়াব লাভ হয়। অতএব, এমন স্বাদের ও তৃপ্তির পবিত্র কাজের দ্বারা সময় সাজানোকে অনর্থক মনে করা যাবে না।'[৮]

অবসরসময় কীভাবে কাটাবেন?

মুসলিমসমাজের প্রতিটি সদস্য যেহেতু একই শ্রেণির নয়, তাদের প্রত্যেকের অবসর সময়ের মাঝে তাই কম-বেশ হয়। কিছু মানুষ এমন হয়, যারা খুব অল্প সময়ই কর্মব্যস্ত রয়, আর বেশির ভাগ সময়ই অবসরে কাটায়। আর কিছু মানুষ তো রয়েছে এমন যে, সুদীর্ঘ ব্যস্ততা এবং কাজের অত্যধিক চাপের কারণে বিশ্রামের সময় পর্যন্ত অধরা থাকে।

---

[৬] সহিহ মুসলিম : ৫/১৭৭, হাদিস : ১৬৭৪
[৭] শারহু সহিহি মুসলিম, নববি : ৭/৯২
[৮] মাদারিজুস সালিকিন : ২/১৭

একজন মুসলিম যখন কোনো কাজ শেষ করে, তখন তার সামনে দুটি পথ খোলা থাকে। হয়তো সে জাগতিক কল্যাণে অন্য কোনো কাজে আত্মনিয়োগ করবে, কিংবা পরলৌকিক কল্যাণে দ্বীনি কোনো কাজে ব্যাপৃত হবে।

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—

إني لأكره أن أرى الرجل فارغا لا في عمل دنياه ولا في عمل أخرة .

'আমি মানুষকে কর্মহীন দেখতে অপছন্দ করি; যে দুনিয়ার কোনো কাজও করে না, আবার পরকালীন কোনো কাজেও আত্মনিয়োগ করে না।'[১]

প্রখ্যাত এই সাহাবি কৌশলসমৃদ্ধ চমৎকার একটি কথা বলেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য দুটি জগতের ব্যবস্থা করেছেন, যেখানে আমাদেরকে বসবাস করতে হবে—ইহজগৎ ও পরজগৎ। আমাদের নির্দেশ করেছেন উভয় জগৎ বিনির্মাণ করার। অতএব, অবসরের বাহানায় উভয় জগতের কাজ থেকে বিরত থাকা হবে চরম বাড়াবাড়ির নামান্তর।

আল্লাহ তাআলা আমাদের নির্দেশ প্রদান করেছেন—

وَ ابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَ لَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا .

আল্লাহ তাআলা তোমাকে যা দান করেছেন, তার মাধ্যমে পরকাল অন্বেষণ করো। আর তোমার দুনিয়ার অংশকেও ভুলে যেয়ো না। [সুরা আল-কাসাস : ৭৭]

পরকালের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা অন্যত্র নির্দেশ করেছেন—

فَاسْعَوْا إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ .

আল্লাহর জিকিরের প্রতি ধাবিত হও! [সুরা আল-জুমআ : ৯]

আর দুনিয়ার ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন—

فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا .

সুতরাং দুনিয়ার বক্ষের ওপর হেঁটে চলো! [সুরা আল-মুলক : ১৫]

---

[১] ইগাইয়াতুল আওলিয়া : ১/১৩০

তো এই আয়াত দুটিতে আল্লাহ তাআলা পরকালের দিকে গমনের ক্ষেত্রে 'দৌড়' শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং ইহকালের দিকে গমনের ক্ষেত্রে 'হেঁটে চলা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এটা প্রমাণ করে যে, পরকালীন কাজের দিকে খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে হবে এবং ইহকালীন কাজের দিকে যাওয়ার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে।

অতএব, প্রতিটি মুসলিমের জন্য অতীব জরুরি হলো, যখনই সে অবসর সময় পাবে, খুব দ্রুত দুনিয়াবি কাজগুলো সেরে ফেলবে, যেগুলোর দিকে তার মনমস্তিষ্ক জড়িয়ে থাকে। যেমন : রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্ম, সাংগঠনিক কর্মপরিক্রমা ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যাবলি; কেনাবেচা ইত্যাদিসহ অন্যান্য যাবতীয় পার্থিব কাজ সম্পাদন।

অতঃপর যখন এ সকল ঝামেলা থেকে অবসর হবে, দুনিয়াবি কোনো কাজ থাকবে না, তখন পরকালীন কাজে আত্মনিয়োগ করবে। যেমন : ইলম অর্জন, কুরআন তিলাওয়াত, মসজিদে গিয়ে সালাতের প্রতীক্ষায় থাকাসহ অন্যান্য ইবাদতে মগ্ন হওয়া।

একবার কাজি শুরাইহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন এক জনপদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যারা খেলাধুলা করছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কী হলো, তোমরা খেলায় মত্ত কেন? তারা জবাব দিল, আমরা এখন অবসর পেয়েছি তাই একটু খেলাধুলা করছি। আমাদের দায়িত্বে কিছু কাজ ছিল, তা শেষ হয়ে গেছে, এখন কোনো কাজ নেই। কাজি শুরাইহ রহ. বললেন, অবসর সময়ে তোমাদেরকে খেলার নির্দেশ প্রদান করা হয়নি।[১০]

অবসরপ্রাপ্ত মানুষকে তো নির্দেশ করা হয়েছে, সে যেন এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে আল্লাহর আনুগত্য করে পরকাল বিনির্মাণ করে, কিংবা দুনিয়াবি অন্য কোনো কাজ করে ইহকাল বিনির্মাণ করে। মুসলিমজীবনে খেলাধুলার অনুমতি রয়েছে, তবে তা একান্তই সীমিত পরিসরে। মৌলিকভাবে বা পেশা হিসেবে খেলাধুলা কীভাবে প্রকৃত কোনো মুসলিমের কাজ হতে পারে?

বিনোদনের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা

বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেছেন, খেলাধুলা ও বিনোদনের কয়েকটি উপকার রয়েছে। যেমন—

১. শিরা-উপশিরাগুলোর মাঝে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়।

২. শারীরিক ও আত্মিক শক্তি বিকশিত হয়।

৩. শিশুরা ভবিষ্যৎজীবনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার শক্তি লাভ করে।

---

[১০] হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৪/১৩৪, সিফাতুস সাফওয়া : ৩/৪০

৪. বিরক্তি, একঘেয়েমি ও অন্তরের সংকীর্ণ ভাব দূর হয়।

৫. জীবনচলার পথে সৃষ্ট চাপ কমে যায়।

ইবনুল জাওজি রহ. বলেছেন, 'আমার পাশ দিয়ে দুজন কুলি ভারী বোঝা নিয়ে অতিক্রম করছিল এবং চলন্ত অবস্থায় দুজনে কবিতার প্রতিযোগিতা করছিল। একজন তার কবিতা যেখানে যে কথার মাধ্যমে শেষ করছিল, অপরজন সেখান থেকে সেই কবিতার জবাব দিচ্ছিল। এভাবেই তারা এগিয়ে চলছিল। আমার মনে হলো, যদি তারা এমন না করত, তাহলে বোঝার কষ্ট আরও বেশি অনুভব করত এবং বোঝাকে আরও অধিক ভারী মনে হতো। কিন্তু যখন তারা এভাবে কবিতার প্রতিযোগিতা করছিল, তাদের বোঝা হালকা মনে হচ্ছিল।

পরবর্তী সময়ে আমি বিষয়টির উৎস নিয়ে ভাবলাম। তখন আমার কাছে পরিষ্কার হলো, তাদের দুজনের মাঝেই এই ভাবনা কাজ করত যে, অন্যজন কী বলতে পারে এবং তার জবাবে কী বলা যেতে পারে। এভাবে এই ভাবনার মাঝেই তাদের পথ অতিক্রম হচ্ছিল এবং মাথার ওপর থাকা বোঝার কষ্ট হালকা মনে হচ্ছিল।

সুতরাং আমি এখান থেকে একটি বিস্ময়কর ইঙ্গিত লাভ করলাম এবং দেখলাম যে, মানুষ অনেক বোঝা ও কষ্টকর বিষয় বহন করে, যার মধ্যে সবচেয়ে বড় ও ভারী হলো চিন্তার বোঝা এবং আপতিত বিপদের ওপর ধৈর্যধারণ করা। ফলে আমি অনুধাবন করলাম, নফসকে ফুসলিয়ে ফুসলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে কাজ করানোর মাধ্যমে সবরের কঠিন পথ অতিক্রম করা সহজতর হয়ে যায়।'[১১]

[১১] সাইদুল খাতির : ৭১

প্রথম অধ্যায়
বিনোদনের শরয়ি
দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামি শরিয়তে বিনোদন

মনুষ্যস্বভাব সর্বদা একই ব্যস্ততার মাঝে জড়িয়ে থাকতে ভালোবাসে না। এটা সে মেনে নিতে পারে না; বরং চেষ্টা ও সাধনার বিভিন্ন দিকে ঘুরতে-ফিরতে ভালোবাসে। কখনও এখানে, তো কখনও সেখানে; এভাবে পরিবর্তন হতে তার ভালো লাগে। আবার সর্বদা শুধু কাজ করতেও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। যেমন : সর্বদা সে রসিকতা পছন্দ করে না; বরং কখনও কাজ করবে, আবার কখনও রসিকতা করবে। এটাই মানুষের স্বভাবজাত কামনা-বাসনা, আর এভাবেই সে সফলতার পথ বেয়ে চলবে।

হানজালা উসাইদি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার সাথে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ হানজালা?

আমি বললাম, হানজালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে!

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি কী বলছ এটা?

আমি বললাম, আমরা যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে থাকি, তখন তিনি আমাদেরকে জান্নাত-জাহান্নামের কথা এমনভাবে স্মরণ করিয়ে দেন, যেন আমরা স্বচক্ষে তা দেখি। আর যখন তাঁর দরবার থেকে চলে আসি তখন স্ত্রী, সন্তান ও দুনিয়ার মোহ আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তখন আমরা অধিকাংশই জান্নাত-জাহান্নামের কথা ভুলে যাই।

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর শপথ, আমারও তো এমন হয়।

অতঃপর আমি এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে হাজির হলাম। অতঃপর বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, হানজালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে!

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কী?

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা যখন আপনার কাছে অবস্থান করি, তখন আপনি আমাদেরকে জান্নাত-জাহান্নামের কথা এমনভাবে স্মরণ করিয়ে দেন, যেন আমরা তা স্বচক্ষে দেখি। কিন্তু যখন আপনার দরবার থেকে চলে যাই, তখন স্ত্রী, সন্তান ও দুনিয়ার মোহে পড়ে সবকিছু ভুলে যাই। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

ওই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আমার কাছে অবস্থানকালে তোমরা যে অবস্থায় থাকো, যদি সর্বদাই এমন অবস্থায় থাকতে এবং আখিরাতের স্মরণ করতে, তাহলে ফেরেশতারা তোমাদের বিছানায় ও রাস্তায় তোমাদের সাথে মুসাফাহা করত। কিন্তু হে হানজালা, (মনে রেখো, এটা সম্ভব নয়; বরং) কিছু সময় এমন হবে, আর কিছু সময় অমন হবে। কথাটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার বললেন।[১২]

আল্লামা মুবারকপুরি রহ. বলেন, 'অতএব, কোনো বান্দা কখনও মনোযোগসম্পন্ন থাকলে এবং কখনও অমনোযোগী থাকলে মুনাফিক হয়ে যায় না। মনোযোগের সময় আপনারা নিজেদের প্রতিপালকের হক আদায় করুন এবং অমনোযোগিতার সময় নিজেদের ব্যক্তিগত বিষয় পূরণ করুন।'[১৩]

অতএব, আলোচ্য হাদিসের মাঝে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিষ্কার স্বীকারোক্তি রয়েছে যে, মানুষের হৃদয় কষ্ট ও সাধনার প্রাক্কালে এবং ইবাদতের সময়ে একদিকে আবিষ্ট থাকে, আর বিরক্তিপূর্ণ অবকাশের সময় অন্য দিকে ঝুঁকে থাকে।

নিশ্চয় নফসের কর্মক্ষমতারও একটি নির্ধারিত সীমারেখা রয়েছে। সেই সীমা যখন পার হয়ে যায়, তখন সে বিনোদন ও ফুর্তির মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে।

ইবনে মুফলিহ রহ. বলেন, *'আল-ফুনুন'* গ্রন্থে বলা হয়েছে, কোনো কোনো গবেষক বলেছেন যে, শরিয়তের ব্যাপারে অর্বাচিন ওই লোকদের ব্যাপারে কী বলব তা আমি জানি না, যারা শরিয়তের ব্যাপারে এমন এমন কথা বলে, শরিয়ত ও যুক্তি কোনোটিই

[১২] সহিহ মুসলিম : ১৩/৩০৩-হাদিস : ৪৯৩৭
[১৩] তুহফাতুল আহওয়াজি : ৭/১৮৪

যার আবেদন সমর্থন করে না। তারা অধিকাংশ জায়িজ বিষয়ের নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করে এবং সেগুলো পরিহারকারীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকে।

এমনকি তারা অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়াকে, বিবাহ-শাদি করাকে, শরিয়ত ও যুক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে মেধাশক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করাকে, গবেষণা করাকে, কুরআন-সুন্নাহ এবং যুক্তির আলোকে প্রমাণ উপস্থাপন করাকে, সাধনা ও ধ্যান করাকে, মজবুতরূপে কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরাকে এবং শেষ প্রতিফলের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করাকে বাহুল্য মনে করে পরিত্যাগ করেছে।

অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সাথে খেলেছেন, তাদের সাথে রসিকতা করেছেন, আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা সাথে দৌড়াদৌড়ি করেছেন এবং অন্যান্য স্ত্রীদের সাথেও আনন্দ-ফুর্তি করেছেন। এমনকি তিনি বলেছেন, জ্ঞানী মানুষ যখন তার স্ত্রী ও দাসীদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন জ্ঞানকে ঘরের কোণে রেখে দিয়ে তাদের সাথে রসিকতা করে, কৌতুক করে এবং আনন্দ-ফুর্তি করে। এমন আচরণের মাধ্যমে সে স্ত্রী ও দাসীদের অধিকার প্রদান করে। আর যখন সে শিশুদের মাঝে যায় তখন সে নিজেও শিশুদের মতো হয়ে যায়।[১৪]

তবে আমার আলোচনার মর্ম কখনও এমন নয় যে, মানুষ পাগলের রূপ ধারণ করবে। বরং আমার কথার উদ্দেশ্য হলো, সে যখন তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব মূলতবি রাখবে তখন স্ত্রী ও সন্তানদের অনুকূল রূপ ধারণ করবে।

সুতরাং ওই আলিম, যার মাঝে মায়া-মমতা ও ভাব-গাম্ভীর্যের সমাহার থাকবে, সে নিজ দায়িত্ব পূর্ণ করে যখন পরিবারের মাঝে ফিরবে, তখন মায়া-মমতার দিক অবলম্বন করবে নাকি ভাব-গাম্ভীর্যের দিক অবলম্বন করবে? তো এমতাবস্থায় তার কর্তব্য হবে, শিশুদের অনুকূল রূপ ধারণ করা এবং ভাব-গাম্ভীর্যের দিককে উপেক্ষা করে শিশুদের সাথে রসিকতা ও হাসি-ঠাট্টা করা।

এমনিভাবে নারীরাও স্বামীদের সাথে খোলা মনে কথাবার্তা বলার, গল্পগুজব করার, হাসি-রসিকতা করার এবং তাদের মাঝে নির্বিঘ্ন সময় কাটানোর মুখাপেক্ষী হয়। কেননা, পুরুষদের তুলনায় নারীদের জ্ঞান কম। তারা দীর্ঘ সময় কষ্ট সহ্য করতে পারে না। অতএব, পুরুষদের দায়িত্ব হলো, তাদের সাথে কাটানোর জন্য আলাদা সময় বের করে তাদের মাঝে ব্যয় করা।

এ জন্যই তো শরিয়ত বিয়ের মুহূর্তে ছোট শিশুদের মাধ্যমে দফ বাজানোর বৈধতা প্রদান করেছে। কারণ, তাদের স্বভাবকে স্বামীর অনুকূল করে তৈরি করার জন্য কিছুটা আনন্দ-

[১৪] আল-আদবুশ শারইয়্যা : ৩/২২৮

ফুর্তির প্রয়োজন রয়েছে, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এ জন্যই শরিয়ত তাদের জন্য সীমিত পর্যায়ে এই শিথিলতা প্রদান করেছে।

অতএব, ইসলাম বিনোদনের ব্যাপারে মধ্যমপন্থার সমর্থক ও আহ্বায়ক, যা একদিকে যেমন নির্ধারিত সীমারেখার প্রতি লক্ষ রাখবে, তেমনিভাবে আত্মিক প্রয়োজনের প্রতিও লক্ষ রাখবে।

ইসলাম কখনও এই অবাধ-অধিকারকে সমর্থন করে না যে, কোনো মানুষ শাহেনশাহের ন্যায় বুক ফুলিয়ে যথেচ্ছা জমিনে বিচরণ করবে; বরং তার ধাতুগত অবকাঠামো, আত্মিক ও জ্ঞানগত মাত্রা এবং প্রবৃত্তিগত গঠনপ্রণালির প্রতি লক্ষ রেখে নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার অধীনে চলার অনুমতি দেয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَ الْبَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ .

মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তানসন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মতো আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এ সবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহর নিকটই রয়েছে উত্তম আশ্রয়। [সুরা আলে ইমরান : ১৪]

কিন্তু মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তাআলা আয়াতের শেষদিকে খুব ভালোভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, এ সবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহর নিকটই রয়েছে উত্তম আশ্রয় ও বিনিময়।

অতএব, হারাম প্রবৃত্তির মাঝে ডুব দেওয়া তো যাবেই না, অনুরূপ আল্লাহর জিকির থেকে দূরে গিয়ে হালাল প্রবৃত্তিতেও ডুব দেওয়া যাবে না; বরং আল্লাহর বিধি-নিষেধ ঠিক রেখে তবেই হালাল প্রবৃত্তির ছোট্ট সরোবরে আনন্দ করবে।

নববি যুগের বিনোদন পরিক্রমা

এবার আমরা জানার চেষ্টা করব যে, ইসলামের প্রথম যুগে বিনোদনের পথ ও পদ্ধতি কেমন ছিল। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের জীবনে বিনোদনের উপস্থিতি ছিল কি? তখন কি খেলাধুলার ব্যবস্থা ছিল? কোন পরিবেশে কীভাবে ছিল খেলাধুলার অনুমতি?

হাদিসের ভান্ডার অন্বেষণ করলে পাওয়া যায় যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রসিকতা করেছেন সত্য, তবে তা ছিল সত্য কথার মাধ্যমে। আবু হুরাইরা

রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবিগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমাদের সাথে রসিকতা করছেন? জবাবে তিনি বললেন—

إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا .

আমি সর্বদা সত্যকথাই বলি।[১৫]

তো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদিও রসিকতা ও কৌতুক করতেন, কিন্তু তার এই হাস্যরস ছিল শরিয়তের সীমারেখার ভেতরে অবস্থান করে। অন্যান্য মানুষের মতো মিথ্যার কোনো মিশ্রণ তাতে ছিল না। আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ .

আল্লাহর কসম, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, হাবশিরা যখন তার মসজিদে খেলত, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁর চাদর দ্বারা আমাকে আড়াল করে দাঁড়াতেন, যেন আমি তাদের খেলা দেখতে পারি। আমি ফিরে যাওয়া পর্যন্ত তিনি এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতেন।[১৬]

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেছেন, 'যুদ্ধবিষয়ক খেলা শুধু খেলাই ছিল না; বরং তার মাঝে যুদ্ধের ময়দানে বীরত্ব প্রদর্শন এবং শত্রুর মোকাবিলা করার প্রশিক্ষণ ছিল।

মুহাল্লাব রহ. বলেন, মসজিদ তৈরি করা হয়েছে মুসলিম জাতির জন্য। অতএব, দ্বীন ও দ্বীনের অনুসারীদের কল্যাণে যত কাজ হতে পারে, মসজিদে সেগুলোর সব জায়িজ আছে। হাদিস থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, উপকারী বৈধ খেলা দেখাও জায়িজ।'[১৭]

---

[১৫] সুনানুত তিরমিজি শরিফ : ৭/২৬৭, হাদিস : ১৯১৩
[১৬] সহিহ মুসলিম : ৪/৪১৬, হাদিস : ১৪৮১
[১৭] ফাতহুল বারি : ১/৫৪৯

তো নবুওয়াতি যুগে এ ধরনের উপকারী খেলা ছিল। তবে এমন অনর্থক কোনো খেলা ছিল না, যদ্বারা কোনো উপকার হতো না। সে যুগে যদিও বাহ্যিকভাবে এগুলোকে খেলা মনে করা হতো, কিন্তু মৌলিকভাবে এগুলোর মাঝে থাকত সামরিক-কৌশলের প্রশিক্ষণ।

আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একবার আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সফরে গিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল খুব কম। আমি হালকা গঠনের দুরন্ত কিশোরী ছিলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথিদের বললেন, তোমরা সামনে অগ্রসর হও। তারা সামনে অগ্রসর হলেন। এবার তিনি আমাকে বললেন, এসো, দৌড়পাল্লা দেবো। দৌড়পাল্লায় অংশগ্রহণ করে আমি বিজয়ী হলাম। এরপর এ নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর কোনো কথা বললেন না।

কয়েক বছর পর। তখন আর আমি হালকা গড়নের সেই দুরন্ত কিশোরী নই, মোটা হয়ে গেছি। পূর্বের ওই দৌড়ের গল্পটাও তখন আমি মনে রাখিনি। এমন সময়ে আবারও এক সফরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে যাওয়ার সৌভাগ্য হলো আমার। পথিমধ্যে তিনি সাথিদের বললেন, তোমরা সামনে অগ্রসর হও। তারা সামনে অগ্রসর হলেন। এবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, এসো, দৌড়পাল্লা দেবো। আমি দৌড়পাল্লায় অংশগ্রহণ করলাম; কিন্তু এবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিজয়ী হলেন। তখন তিনি মুচকি হেসে বললেন, এটা সেই আগের প্রতিযোগিতায় হারের প্রতিশোধ।'[১৮]

এখানেই শেষ নয়; বরং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিগণের সাথে ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা করেছেন।

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশিক্ষিত পাতলা দ্রুতগামী ঘোড়ার মাঝে প্রতিযোগিতা করেছেন, যার সূচনা হয়েছে হাফিইয়া থেকে এবং শেষ হয়েছে ওয়াদায় গিয়ে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপ্রশিক্ষিত মোটা ঘোড়ার মাঝেও প্রতিযোগিতা করেছেন, যার সূচনা হয়েছে সানিয়্যা থেকে এবং শেষ হয়েছে বনি জুরাইকের মসজিদে গিয়ে।'[১৯]

হাদিসের মর্ম হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রকার ঘোড়ার সাথেই প্রতিযোগিতা করেছেন এবং সেগুলোতে বিজয়ীও হয়েছেন।

---

[১৮] মুসনাদু আহমাদ : ৫৩/২৩৩, হাদিস : ২৫০৭৫
[১৯] সহিহুল বুখারি : ২/১৮৮, হাদিস : ৪০৩

সালামা বিন আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন—

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ قَالَ فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ قَالُوا كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ .

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলাম গোত্রের কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, যারা পরস্পরে তির চালনা করছিল। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে বনি ইসমাইল, তোমরা তির নিক্ষেপ করো। কেননা, তোমাদের পিতা তিরন্দাজ ছিলেন। আর আমি অমুক বংশের সন্তান। বর্ণনাকারী বলেন, হঠাৎ দুদলের মধ্যে একদল লোক তির চালনা বন্ধ করে দিল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা তির চালনা বন্ধ করলে কেন? তারা বলল, আপনি তাদের সাথে থাকা অবস্থায় আমরা কীভাবে তির নিক্ষেপ করতে পারি? তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা তির চালাও! আমি তোমাদের সকলের সাথেই আছি।[২০]

তো এখানে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেলতে তো নিষেধ করলেনই না, উপরন্তু তাদের মাঝে ঢুকে গেলেন এবং পরস্পরকে প্রতিযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করলেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দিকগুলো খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন এবং সেগুলোকে নখদর্পণে রাখতেন। সে বড় হোক বা ছোট, পুরুষ হোক বা নারী—এতে কোনো ফারাক করতেন না।

অশ্বারোহণ, তিরন্দাজি ও সাঁতার কাটা ইত্যাদি খেলাগুলো পুরুষের সাথে সামঞ্জস্যশীল। আর কিছু খেলা ছিল নারীদের সাথে সামঞ্জস্যশীল। যেমন : পুতুলখেলা, দোল খেলা ইত্যাদি। আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন—

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِي ... فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي .

[২০] সহিহুল বুখারি : ১০/৩০, হাদিস :২৬৮৪